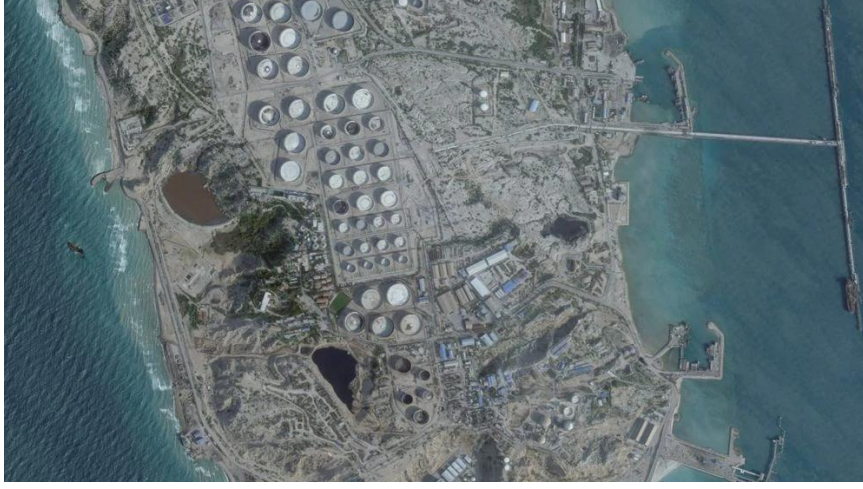




মার্কিন হামলার পর জর্ডানে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা



ছবি: সংগৃহীত

পাঁচটি ইরানি তেলবাহী জাহাজে মার্কিন হামলার পর পাল্টা জবাব হিসেবে জর্ডানের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। তেহরানের লক্ষ্য ছিল জর্ডানের মুয়াফফাক সালতি বিমানঘাঁটি, যা মার্কিন বাহিনীও ব্যবহার করে।

জর্ডানের সামরিক বাহিনীর দাবি, ইরানের ছোড়া ২০টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ১৮টি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভূপাতিত করেছে। বাকি দুটি জনবসতিহীন এলাকায় পড়লেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, গত দুই দিনে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে দুবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করে ইরান। এর প্রতিক্রিয়ায় ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরের খার্গ দ্বীপের কাছে পাঁচটি ইরানি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানো হয়। হামলার আগে জাহাজগুলোর জুদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে সেন্টকম।

এদিকে ইরান বাহরাইন ও কুয়েতের বন্দরসংলগ্ন এলাকায় থাকা তেলবাহী জাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আইআরজিসির বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, এসব বন্দরে থাকা জাহাজের জুদের দ্রুত সরে যাওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান যতবার মার্কিন নৌযানে হামলা বা হামলার চেষ্টা করবে, ততবারই তাদের তেলবাহী জাহাজ হারাতে হবে। হামলা-পাল্টা হামলা ও হরমুজকেন্দ্রিক উত্তেজনায় মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে।